ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগ, তদন্ত দাবি

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এ প্রশাসনিক অস্থিরতা, বোর্ড কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ এবং নির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ উঠেছে প্রতিষ্ঠানটির স্বতন্ত্র পরিচালক আহমদ মুসফেক আনামের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীরা দাবি করেছেন, একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অকার্যকর করার চেষ্টা চলছে, যা দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে আলোচিত আর্থিক কেলেঙ্কারির পর থেকে প্রতিষ্ঠানটিতে ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, বেশ কয়েকজন এমডি পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করতে পারেননি এবং শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় বারবার অস্থিতিশীলতা তৈরি করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, নতুন পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বোর্ড সভায় অসহযোগিতামূলক আচরণ, নির্ধারিত আলোচ্যসূচির বাইরে বিষয় উত্থাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সংশ্লিষ্টদের দাবি, এসব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল বোর্ড কার্যক্রমকে অকার্যকর করে তোলা।

এছাড়া বোর্ড সভার সময় **“ডিপোজিটরস ফোরাম”** পরিচয়ে একটি গোষ্ঠী নিয়মিত অফিস প্রাঙ্গণে অবস্থান নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত বলেও অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের ভাষ্য, একই ব্যক্তিদের বিভিন্ন সভায় উপস্থিত দেখা গেছে এবং তারা বোর্ডরুমে প্রবেশের চেষ্টা, স্লোগান ও হুমকি প্রদান করত। এ বিষয়ে সিসিটিভি ফুটেজ ও নিরাপত্তা রেকর্ড সংরক্ষিত রয়েছে বলে জানা গেছে।

অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রশাসনিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায়ও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংক এর অভ্যন্তরীন তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বরখাস্তকৃত কিছু কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের জন্যও চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

আরও অভিযোগ করা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে সমন্বয় করে সাংঘর্ষিক প্রশাসনিক নির্দেশনা জারি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

অভিযোগকারীরা দাবি করেছেন, চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া এবং কোম্পানির গঠনতন্ত্রের প্রাসঙ্গিক ধারা উপেক্ষা করে বোর্ড সভা আয়োজনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। পরে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে তা স্থগিত হয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অতীতের আলোচিত আর্থিক কেলেঙ্কারি, বিশেষ করে পি.কে. হালদার-সংশ্লিষ্ট ঋণ অনিয়মের সঙ্গে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

এ ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ গোয়েন্দা তদন্ত, অডিও-ভিডিও ও নথিপত্রের ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আর্থিক লেনদেন তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

তবে অভিযোগের বিষয়ে আহমদ মুসফেক আনামের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। একইভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মন্তব্যও পাওয়া যায়নি।